দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

২৫

২৫

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ।। আজ সেই কৃষ্ণ দিন

।। শহীদুল ইসলাম বাচ্চু ।।

আজ সেই ২২শে ডিসেম্বর। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসের কৃষ্ণতম দিবস। দু'বছর আগে এই দিনে স্বাধীনতা বিরোধী ইসলামী ছাত্র শিবির কর্মীরা বর্বর সশস্ত্র হামলা চালিয়েছিল ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে। একটানা ৭ ঘন্টার পৈশাচিক হামলায় রক্তরঞ্জিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ছাত্রনেতা ফারুজ্জামান ফারুক নিহত হন একাত্তরের পরাজিত ঘাতক বাহিনীর এদেশীয় দোসরদের হাতে। এছাড়া আহত হন ৩০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও দু'শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে প্রায় ছ'মাস। ঘাতক বাহিনীর নারকীয় নির্মমতা, নৃশংসতার স্বাক্ষর অনেকে বহন করছেন এখনো। কেউবা হয়েছেন পঙ্গু। অনেকে ছেড়ে দিয়েছেন পড়াশোনা।

এই ঘটনার পর ৮ জন জামাতপন্থী শিক্ষকসহ ২০ জনের অধিক শিবিরকর্মীকে অভিযুক্ত করে হাটহাজারী থানায় ৬টি মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু মামলায় অভিযুক্ত কাউকে পুলিশ এই দু'বছরেও গ্রেফতার করতে পারেনি। অথচ অভিযুক্তরা প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ২২শে ডিসেম্বরের ঐ নারকীয় ঘটনার বিচারের কাজ এখনো এক কদমও এগোয়নি। ইতিমধ্যে ঘাতক বাহিনী আরো অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। ক্যাম্পাস, প্রশাসন ও ছাত্রাবাস সর্বত্র চলছে তাদের একচেটিয়া দখলদারিত্ব, আধিপত্য ও হুকুমাত। জামাত-শিবির অপশক্তির চাপের মুখে সরকার কর্তৃক অপসারিত হন গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত উপাচার্য আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন। জামাত-পন্থী নতুন ভিসি আর, আই চৌধুরী ক্ষমতাসীন হবারও প্রায় এক বছর হয়ে গেছে। কিন্তু ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি সত্ত্বেও তিনি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। পালন করছেন 'রহস্যজনক' নীরবতা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু)-এর ভূমিকা নিয়েও সাম্প্রতিক সময়ে ক্ষোভ বিরাজ করছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। তাদের অনুযোগ-অভিযোগ, দু'বছর কিংবা এক বছর আগে চাকসু নেতৃবৃন্দ ২২শে ডিসেম্বরের ঘটনার বিচারের দাবিতে যে অনমনীয় অবস্থানে ছিলেন-আজ সেখান থেকে তারা অনেক দূরে।

২২শে ডিসেম্বর ঘাতক শিবির বাহিনীর হাতে লাঞ্ছিত ও আহত হয়েছিলেন এমন ক'জন শিক্ষক-শিক্ষিকাও তাদের 'সাবেক' অবস্থান' থেকে সরে এসেছেন। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার-এদের মধ্যে কয়েকজন এখন জামাতীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। জামাতপন্থী শিক্ষকদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কথা বলছেন, পত্রিকায় বিবৃতিওদিচ্ছেন।

২২শে ডিসেম্বর ক্যাম্পাসে প্রকাশ্য দিবালোকে হামলা, ছাত্রনেতা ফারুক নিহত, ৩০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ দু'শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী-কর্মচারী আহত হওয়া সত্ত্বেও দু'বছরেও ঘাতকদের কোন বিচার না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। ক্ষীণস্বরে হলেও আজো তারা বিচার, শাস্তি দাবি করছেন-পাক হায়েনাদের দোসর ঘাতক জামাত-শিবির-রাজাকার-আলবদরচক্রের।

কী হয়েছিল সেদিন

স্বৈরাচারের পতনের পর চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ক্যাম্পাসে বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজন করে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও সমাবেশ। আর সেই সমাবেশে উপাচার্য আলমগীর সিরাজের একটি বক্তব্যকে ("একাত্তরের স্বাধীনতা বিরোধীরা আজ '৯০-এ বিপ্লবী সেজেছে-এদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন") কেন্দ্র করে ছাত্র শিবির ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস শুরু করে। দাবি করে উপাচার্যের পদত্যাগ। হল থেকে বের করে দেয়া হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দেয়। ২২শে ডিসেম্বর তারা ক্যাম্পাসের ফটকসহ প্রশাসনিক ভব, শ্রেণীকক্ষ ও ফ্যাকাল্টিতে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং সশস্ত্র অবস্থান নেয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা গেটে এসে ভিড় জমান। গেটে তালা থাকায় তারা ঢুকতে পারছিলেন না। এক পর্যায়ে চাকসু ভিপির অনুরোধে গেট খুলে দেয়া হয়। এরপর সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা মিছিলসহ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন। মিছিলটি ফ্যাকাল্টির দিকে যাবার পথে কলাভবনের প্রথম ফটকে শিবিরকর্মীরা বাধা দেয়। এক পর্যায়ে তারা সশস্ত্র হামলা চালায়। প্রথমে তারা ইট-পাটকেল ও পরে হকিস্টিক, লাঠি, ছুরি ও মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি প্রহার ও গুলিবর্ষণ করে। শিবিরের সশস্ত্রকর্মীরা শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের শাড়ি ছিঁড়ে ফেলে এবং প্রচন্ড মারধর করে। ছাত্রী নেত্রীদের মাটিতে ফেলে ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে। ছাত্রনেতা ফারুককে লাইব্রেরী ভবনের সামনে রাস্তায় মাটিতে শুইয়ে পাথর দিয়ে আঘাত করতে করতে মাথা থেতলে দেয়। হামলার পর আহতদের এম্বুলেন্সে করে শহরে আনার পথে আবারো হামলা চালানো হয়। মেয়েদের হলে ঢুকে ছাত্রীদের ওপর চালানো হয় নির্যাতন। আহত ফারুক পরদিন মেডিক্যালে মারা যায়। শিবিরকর্মীরা এরপর শহরজুড়ে সন্ত্রাস শুরু করে। আইনজীবী শোয়েব নিহত হন নিউমার্কেটের সামনে।

১০৩ জন গ্রেফতার

ঘটনার ৩ দিন পর পুলিশ ষোলশহর রেলস্টেশন থেকে ১শ' ৩ জন শিবির-কর্মীকে গ্রেফতার করে। এরা করাই ২২শে ডিসেম্বরের নারকীয় ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তবে গ্রেফতারের মাত্র ২ দিন পর এদের সকলকে রহস্যজনক কারণে ছেড়ে দেয়া হয়।

পক্ষপাতদুষ্ট তদন্ত কমিটি

এক মাস পর একজন বিচারপতিকে নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তের কাজ শুরু হয় ফেব্রুয়ারিতে। অথচ তখন আহতসহ প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রামে অবস্থান করছিলেন। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বসে সাক্ষ্য নেয়া হয়। জামাত-শিবির কর্মীরা দলে দলে সাক্ষ্য দেয়। ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না এমন ব্যক্তিবর্গও 'প্রত্যক্ষদর্শী' হিসেবে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ৬ মাস পরে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এতে ২২শে ডিসেম্বরের ঘটনার জন্য আক্রান্ত পক্ষকেই দায়ী এবং শিবিরকে নির্দোষ দেখানো হয়। শিবির রিপোর্টের পক্ষে এবং বাকি সবাই রিপোর্টের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা-কর্মচারীসহ সাংবাদিক ইউনিয়ন এই রিপোর্টকে 'একপেশে', 'বাস্তবতাবর্জিত' ও 'পক্ষপাতদুষ্ট' হিসেবে উল্লেখ করে প্রত্যাখ্যান করে।